মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থা

গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা

মে ২০১০

(মে ২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

মুখবন্ধ

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের মহানগর, জেলা ও উপজেলায় সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটিসমূহের দায়-দায়িত্ব ও গঠন প্রণালী সংক্রান্ত গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা বিগত মে, ২০১০ এ প্রণয়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর, ২০১৩-তে সংশোধিত হয়। বিদ্যমান বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে কমিশন ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে, মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থা-এর গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা মে, ২০১০ (মে, ২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত) প্রণয়ন করা হ'ল।

ইকবাল মাহমুদ
চেয়ারম্যান

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	কমিটির নাম ও ধরণ	১
২.	গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার অধীন সংজ্ঞা	১
৩.	কমিটির কার্যালয়ের ঠিকানা	১
৪.	কমিটির অধিক্ষেত্র	১
৫.	কমিটির গঠন	২
৬.	সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	২
৭.	তহবিল	৩
৮.	আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা	৪
৯.	কমিটির সদস্যগণের পদত্যাগ	৪
১০.	সদস্যগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৪
১১.	সদস্য পদের অবসান	৫
১২.	সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তি	৫
১৩.	কমিটির মেয়াদ	৫
১৪.	কমিটির কর্ম-পরিধি ও কর্ম পদ্ধতি	৫
১৫.	কমিটির বর্জনীয় বিষয়সমূহ	৬
১৬.	কমিটির সভা ও কার্য পদ্ধতি	৭
১৭.	কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো	৭
১৮.	সহযোগী প্রতিষ্ঠান	৮
১৯.	সহযোগী সদস্য	৯
২০.	কমিটির বিরোধ	৯
২১.	কমিটির রেকর্ড সংরক্ষণ	৯
২২.	গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা সংশোধন	১০
২৩.	গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার ব্যাখ্যা	১০

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

দেশের প্রতিটি এলাকায় দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন/পুনর্গঠন এবং কমিটির কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণের নিমিত্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা বাতিলপূর্বক দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর ১৭(ছ) ধারায় নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ধারা ১৭(ট)-এর বিধান অনুযায়ী নিম্নরূপ গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হ'ল :

১। **কমিটির নাম ও ধরণ** : মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি। এই কমিটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক ও অরাজনৈতিক হবে।

২। **গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার অধীন সংজ্ঞা :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এই গঠনতন্ত্র ও কার্য নির্দেশিকার অধীন :

(ক) 'কমিশন' অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন;

(খ) 'আইন' অর্থ 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ৫নং আইন);

(গ) 'কমিটি' অর্থ 'মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি';

(ঘ) আইনে অন্যান্য শব্দ বা বাক্য দ্বারা যে অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে এ কার্য-নির্দেশিকা/গঠনতন্ত্রে সে অর্থই প্রযোজ্য হবে।

৩। **কমিটির কার্যালয়ের ঠিকানা :**

কমিশনের সম্মতিক্রমে কমিটি সংশ্লিষ্ট মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন এলাকায় যে কোন স্থান থেকে কার্য পরিচালনা করতে পারবে।

৪। **কমিটির অধিক্ষেত্র :**

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির কর্ম এলাকা জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। মহানগর কমিটির কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মহানগর এলাকায় পরিচালিত হবে।

৫। কমিটির গঠন :

(ক) অনধিক ১৩ (তের) সদস্যের সমন্বয়ে জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, অনধিক ৯ (নয়) সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হবে এবং অনধিক ৭ (সাত) সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হবে। প্রতিটি কমিটিতে যথাসম্ভব ন্যূনপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, অনধিক দুই জন সহ-সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হবেন। তবে দুই জন সহ-সভাপতির মধ্যে একজন নারী সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন। কমিটির সদস্যগণের মধ্যে হতে সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতিদ্বয়, সাধারণ সম্পাদক ও সকল সদস্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতিদ্বয়, সাধারণ সম্পাদক ও সকল সদস্য কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত হবেন। কমিটির সকল সদস্য কমিশনের নিকট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকবেন।

(ঘ) প্রতিরোধ কমিটির ৫০% সদস্যের বয়স অনুর্দ্ধ ৫০ বছর হতে হবে।

(ঙ) প্রতিরোধ কমিটির অবশিষ্ট সদস্যের বয়স সর্বোচ্চ ৭০ বছর হতে পারবে।

(চ) কমিটির সদস্য নির্বাচনে স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৬। সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা :

(ক) কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারী পূর্ণ বয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণই কেবল কমিটির সদস্য মনোনীত হবার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

(খ) কোন ব্যক্তি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবার এবং কমিটির সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি-

(১) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(২) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হন;

(৩) আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বা দেওলিয়া ঘোষিত হন;

(৪) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত বা চিহ্নিত হন;

(৫) কোন ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হন অথবা আদালত কর্তৃক দন্ডিত হন;

(৬) কোন উগ্র মতাদর্শে বিশ্বাসী হন;

(৭) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;

(৮) সততা ও সুনামের অধিকারী না হন;

(৯) উক্ত বিষয়াবলী বিবেচনাপূর্বক সংগৃহীত তথ্যাদি স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গোপনীয়ভাবে যাচাইয়ে সত্যতা প্রমাণিত না হলে;

(১০) স্বতঃ প্রণোদিতভাবে নিয়োগ লাভের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে (সংযুক্তি-ক) সম্পদের হিসাব বিবরণী কমিশনে দাখিলে অনাগ্রহী বা ব্যর্থ হন।

(গ) সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয়কে খ (১) থেকে খ (৮) পর্যন্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে কমিশনে প্রেরণের পূর্বে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গোপনীয়ভাবে যাচাই করতে হবে।

৭। **তহবিল :** কমিটির তহবিল নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে-

(ক) কমিশন কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মসূচি পরিচালনার নিমিত্তে কমিটির অনুকূলে সময়ে সময়ে বরাদ্দকৃত আর্থিক সহায়তা।

(খ) কমিটির সদস্যগণের নিজস্ব অনুদান এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত স্বেচ্ছা প্রণোদিত অনুদান।

৮। **আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা :**

(ক) কমিশনের অর্থ ও হিসাব অধিশাখা কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির সকল প্রকার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হবে। উক্ত অধিশাখা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ছকে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে ও কমিশনে দাখিল করতে হবে। ব্যাংক হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(খ) কমিটির যে কোন ৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে হিসাব-নিরীক্ষা উপ-কমিটি গঠিত হবে এবং উক্ত কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির নিকট নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পেশ করবে।

(গ) কমিশনের উপপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোনো সময় কমিটির হিসাব পরিদর্শন করতে পারবেন।

৯। **কমিটির সদস্যগণের পদত্যাগ :**

মহানগর, জেলা ও উপজেলা কমিটির যে কোন সদস্য ন্যূনপক্ষে ১ মাসের নোটিশের মাধ্যমে কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর এবং ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কোন সদস্য ন্যূনপক্ষে ১ মাসের নোটিশের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক বরাবর লিখিত পত্র দ্বারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারবেন।

১০। **সদস্যগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ :**

(ক) **কোন সদস্য কমিশনের বিবেচনায় যদি :-**

(১) ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা কিংবা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয় লঙ্ঘন করেন; অথবা

(২) কমিশন/কমিটির জন্য মানহানিকর এমন কোন কাজ করেন বা কমিশনের নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে কার্য-নির্দেশিকার বিধান অনুযায়ী কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করলে অভিযুক্ত সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ দিবে।

১১। **সদস্য পদের অবসান :**

নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে কমিটির সদস্য পদের অবসান হবে :

(ক) এ কার্য-নির্দেশিকা অনুসারে অযোগ্য ঘোষিত হলে;

(খ) সদস্য পদের যোগ্যতা হারালে;

(গ) পদত্যাগ করলে;

(ঘ) নৈতিক ভ্রষ্টাচারের অপরাধে অভিযুক্ত হলে অথবা আদালত কর্তৃক দন্ডিত হলে;

(ঙ) কমিটির মেয়াদ শেষ হলে;

(চ) কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বীয় বিবেচনায় কোন সদস্যকে অব্যাহতি দেয়ার প্রয়োজন মনে করলে।

১২। **সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তি :**

কমিটির শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান এবং নতুনভাবে কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কমিটি পুনর্গঠনসহ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

১৩। **কমিটির মেয়াদ :**

অনুমোদিত কমিটির মেয়াদ ৩ (তিন) বছর হবে। তবে নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে পুরাতন কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

১৪। **কমিটির কর্ম-পরিধি ও কর্ম-পদ্ধতি :**

(ক) দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। এ কর্মসূচির মধ্যে বক্তৃতা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা, পথসভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে।

(খ) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(গ) সকল প্রকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আগত মানুষের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বিশেষ বক্তব্য প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ঘ) তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব স্ব কর্ম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে "সততা সংঘ" **(Integrity Unit)** প্রতিষ্ঠা করা।

(ঙ) কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমিশনের নির্ধারিত ছকে (সংযুক্তি-খ) আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের (সংযুক্তি-গ) সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত অভিযোগ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা।

(চ) গৃহীত কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

(ছ) অহিংস পদ্ধতিতে ও প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি পরিচালনা করা।

(জ) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করা।

১৫। কমিটির বর্জনীয় বিষয়সমূহ :

কমিটি অথবা ইহার সদস্যগণ-

(ক) কমিশনের অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা হতে বিরত থাকবেন;

(খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত বা বে-সরকারি কোনো দপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা অথবা প্রভাব বিস্তার করা হতে বিরত থাকবেন;

(গ) ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা, তুচ্ছ বা বিরক্তিকর তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হতে বিরত থাকবেন।

১৬। **কমিটির সভা ও কার্য পদ্ধতি :**

(ক) কমিটি স্ব-উদ্যোগে অথবা কমিশনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করবেন। সভাপতি সভার আলোচ্য সূচী, স্থান ও সময় নির্ধারণ করবেন।

(খ) নিয়মিত কাজের অংশ হিসাবে কমিটি প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে একবার সভা করবেন।

(গ) সভায় কমিটির সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

(ঘ) সভাপতি সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়াদি বিবেচনা করে দ্রুততার সাথে এবং সন্তোষজনকভাবে সভা পরিচালনা করবেন।

(ঙ) ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

(চ) সভার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। কোন সদস্য কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে মতামত রাখলে তা সিদ্ধান্ত বইতে উল্লেখ রাখার দাবী করতে পারবেন এবং তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ছ) সভার কার্য বিবরণী একটি ভিন্ন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত হবে। ঐ রেজিস্টারে উপস্থিত সদস্যগণের নাম, মন্তব্য (যদি থাকে) এবং সভার বিষয়াবলী, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকবে এবং তা পরবর্তী সভায় পুনরায় পঠিত ও নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি অনতিবিলম্বে উপপরিচালক, সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১৭। **কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো :**

কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে :

জেলা/মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি :

(ক)	সভাপতি	১ জন
(খ)	সহ-সভাপতি	২ জন
(গ)	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(ঘ)	সদস্য	৯ জন
	মোট=	**১৩ জন**

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি :

(ক)	সভাপতি	১ জন
(খ)	সহ-সভাপতি	২ জন
(গ)	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(ঘ)	সদস্য	৫ জন
	মোট=	**৯ জন**

ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি :

(ক)	সভাপতি	১ জন
(খ)	সহ-সভাপতি	২ জন
(গ)	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(ঘ)	সদস্য	৩ জন
	মোট=	**৭ জন**

১৮। সহযোগী প্রতিষ্ঠান : ''সততা সংঘ'' (Integrity Unit)

(ক) সততাই সর্বোত্তম নীতি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব-স্ব কর্ম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ''সততা সংঘ'' **(Integrity Unit)** গড়ে তুলবেন। এসব প্রতিষ্ঠান হবে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী, সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে প্রভাবমুক্ত এবং আইনের বিধানাবলীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা আইন শৃংখলা পরিপন্থী কোন কার্যক্রমে জড়িত হবে না।

(খ) প্রতিটি সততা সংঘে ১১ (এগার) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্য নির্বাহী কমিটি এবং ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের সমন্বয়ে পরামর্শক কাউন্সিল (Advisory Council) গঠিত হতে

পারে। সকল শিক্ষার্থী সাধারণ সদস্য হবেন। পরামর্শক কাউন্সিলের সাথে পরামর্শক্রমে মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি ''সততা সংঘের'' কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য, সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত করবেন।

(গ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশ হিসেবে প্রতিটি ''সততা সংঘ'' শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রমে উদ্যোগী হতে পারবে।

১৯। **সহযোগী সদস্য :**

কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এমন সংস্থা/সংঘ/প্রতিষ্ঠান এর স্থানীয় প্রধান বা বৈধ প্রতিনিধিকে মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিতে সহযোগী সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

২০। **কমিটির বিরোধ :**

কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট কোন বিরোধ কমিটির সভায় নিষ্পত্তি করতে না পারলে উক্ত সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরবর্তীতে ভিন্নরূপ কোন আইন বা বিধি বা কার্য-নির্দেশিকা প্রণীত বা প্রবর্তিত না হলে এই কার্য-নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিভাগীয় পরিচালকের নিকট পেশ করতে হবে এবং কমিশনের পক্ষে বিভাগীয় পরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

২১। **কমিটির রেকর্ড সংরক্ষণ :**

(ক) সভাপতির তত্ত্বাবধানে কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমুদয় রসিদ, দলিল ও হিসাব বইসহ যাবতীয় হিসাবাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

(খ) কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমুদয় কর্মসূচির দলিলাদি ও এর হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং মেয়াদান্তে পরবর্তী কমিটির নিকট হস্তান্তর করবেন।

(গ) কমিশনের উপপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় কমিটির রেকর্ড পরিদর্শন করতে পারবেন।

২২। **গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা সংশোধন :**

কমিশন সময়ে সময়ে এ গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

২৩। **গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার ব্যাখ্যা :**

এই গঠনতন্ত্র ও কার্য-নির্দেশিকার কোন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

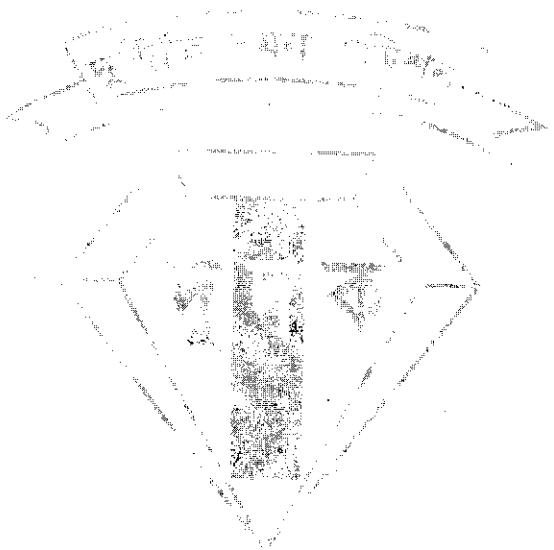

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি-ক

মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থার সদস্যগণের সম্পদ বিবরণী

অংশ-১
স্থাবর সম্পত্তি

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের অবস্থান (গ্রাম বা সড়ক এবং থানা অথবা পৌরসভা এবং জেলা)	দাগ ও খতিয়ান/ হোল্ডিং নম্বর	আয়তন/ পরিমাণ	সম্পদের প্রকৃতি ও বিবরণ	স্বার্থের পরিধি	জমির মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

জমিতে অবস্থিত ভবনাদি, কাঠামো এবং সাজ-সরঞ্জামের মূল্য	কার নামে সম্পদ অর্জিত (নিজ, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন বা অন্য কোন ব্যক্তি)	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের ধরণ (ক্রয়, ইজারা, দান, বিনিময়, উত্তরাধিকার বা অন্যবিধ)	সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যবহৃত আয়ের উৎস	মন্তব্য
৮	৯	১০	১১	১২	১৩

অংশ-২
অস্থাবর সম্পত্তি

ক্রমিক নম্বর	সম্পদের বিবরণ	কোথায় অবস্থিত	মূল্য	কার নামে সম্পদ অর্জিত (নিজ, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন বা অন্য কোন ব্যক্তি)	সম্পদ অর্জনের তারিখ	অর্জনের ধরণ (ক্রয়, দান, ভাড়া ইত্যাদি)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

অংশ-৩
দায়

ক্রমিক নম্বর	দায়-দেনার বিবরণ	দায়-দেনা সংক্রান্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪

প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, উপরি-উক্ত সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, এমন কোন সম্পদ বা দায়-দেনার বিবরণ এই হিসাব বিবরণীতে গোপন করা হয়নি, যাতে আমার নিজের অথবা আমার স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে আমার স্বার্থ আছে।

বিবরণ প্রদানকারীর

স্বাক্ষর

নাম.....

পিতা/স্বামীর নাম.....

মাতার নাম.....

পেশা.....

ঠিকানা.....

সংযুক্তি- খ

দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ছক

১. অভিযোগের বিবরণ ও সময়কাল :

২. অভিযোগের সমর্থনে তথ্য-উপাত্ত :

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি (যদি থাকে)

(ক) নাম ও পদবী :

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির ঠিকানা :

(গ) অভিযোগকারী যদি (থাকে) :

(১) নাম

(২) ঠিকানা

(৩) টেলিফোন/মোবাইল নম্বর (যদি থাকে)

৪. স্বাক্ষর (কমিটির পক্ষে- সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক) :

৫. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন কমিটির নাম :

সংযুক্তি :

১. সভার কার্য বিবরণীর অনুলিপি-১ কপি (যে সভায় অভিযোগ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে)

২. অন্যান্য সংযুক্তি (যদি থাকে)

(ক)

(খ)

(গ)

দুর্নীতি দমন আইনের তফসিলভূক্ত অপরাধসমূহের বিবরণ

দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭
(বেসরকারি বঙ্গানুবাদ)

ধারা: ৫(২) অপরাধমূলক অসদাচরণ

কোনো সরকারি কর্মচারি অপরাধমূলক অসদাচরণ সংঘটন করিলে বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে সে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডযোগ্য হইবে এবং অপরাধমূলক অসদাচরণ সংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদ অথবা সম্পত্তিও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

দন্ডবিধি, ১৮৬০

(সূত্র : বেসরকারি বঙ্গানুবাদ দন্ডবিধির ভাষ্য, গাজী শামছুর রহমান)

১০৯। দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কর্মটি সম্পাদিত হইবার বেলায় এবং উহার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার বেলায় দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তি :

কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে সহায়তা করিলে যদি সহায়তার ফলে সাহায্যকৃত কার্যটি সম্পাদিত হয় এবং এই বিধিতে অনুরূপ দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত শাস্তি বিধান করা হইবে।

১২০-ক। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা :

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি,

(১) কোন অবৈধ কার্য, অথবা

অবৈধ নহে এমন কোন কার্য, অবৈধ উপায়ে সম্পাদন করিতে বা করাইতে সম্মত হইলে অনুরূপ চুক্তি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের চুক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন চুক্তি, অনুরূপ চুক্তির অনুসরণে অনুরূপ চুক্তিভুক্ত এক বা একাধিক দল কর্তৃক চুক্তিটি ব্যতীতও অন্য কোন কার্য সম্পাদিত না হইলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে না।

১২০-খ: অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি :

(১) যে ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে, যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা দুই বা ততোধিক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ ষড়যন্ত্রের শাস্তি বিধানের জন্য এই বিধিতে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এইরূপে দন্ডিত হইবে যেন সে অনুরূপ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

(২) যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে দন্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যাহার মেয়াদ ছয় মাসের অধিক হইবে না, অথবা অর্থ দন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৬১। **সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ :**

যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া বা হইবার প্রত্যাশায় কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করিবার জন্য বা সম্পাদনা করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য অথবা তদীয় সরকারী কর্তব্যসমূহ সম্পাদনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হইতে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিবার জন্য বা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার সাধন করিবার জন্য বা করিবার উদ্যোগ করিবার জন্য, কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে, নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত যেকোন বকশিশ গ্রহণ করে বা অর্জন করে বা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৬২। **অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বকশিশ গ্রহণ :**

যে ব্যক্তি কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করিবার বা সম্পাদন করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য অসাধু বা অবৈধ

উপায়ে প্ররোচিত করিবার মানসে বা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের অনুগ্রহ বা অসন্তোষ বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হইতে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার করিবার জন্য বা করিবার উদ্যোগ করিবার জন্য, কোন প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যে কোন বকশিশ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৬৩। **সরকারী কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বকশিশ গ্রহণ :**

যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিয়া কোন সরকারী কর্মচারীকে কোন সরকারী কার্য সম্পাদন করিবার জন্য বা সম্পাদন করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য বা অনুরূপ সরকারী কর্মচারীর সরকারী কর্তব্যাদি পালনকালে কোন ব্যক্তির প্রতি সরকার বা আইন পরিষদের বা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন সরকারী কর্মচারীর তরফ হইতে অনুগ্রহ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তির প্রতি কোন উপকার বা অপকার করিবার জন্য বা করিবার উদ্যোগের জন্য প্ররোচিত করিবার জন্য প্রতিদান বা পারিতোষিক হিসাবে কোন ব্যক্তির জন্য যেকোন বকশিশ গ্রহণ বা অর্জন করে বা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৬৪। **সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তা করিবার শাস্তি :**

যে ব্যক্তি এইরূপ সরকারী কর্মচারী হইয়া যাহার সম্পর্কে পূর্ববর্তী দুইটি ধারায় বর্ণিত যেকোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, অপরাধে সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৬৫। **সরকারি কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ :**

যে ব্যক্তি একজন সরকারী কর্মচারী হইয়া এমন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, যে ব্যক্তি অনুরূপ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত হইবার

সম্ভাবনাপূর্ণ যেকোন মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে জড়িত রহিয়াছে বা হইবে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা তাহার স্বীয় বা সে যেই সরকারী কর্মচারীর অধস্থন সেই কর্মচারীর কোন সরকারী কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সে জানে, অথবা এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে, যাহার অনুরূপ জড়িত ব্যাপারে স্বার্থ রহিয়াছে বা তাহার সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া সে জানে, তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে এইরূপ মূল্যে যাহা যথাযথ নহে বলিয়া সে জানে, কোন মূল্যবান বস্তু গ্রহণ বা অর্জন করে অথবা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা অর্জন করিবার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৬৫-খ। কতিপয় (দুষ্কর্মে) সহায়তাকারীর অব্যাহতি :

কোন ব্যক্তিকে ১৬১ ধারায় বর্ণিত কোন কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ধারায় উল্লিখিত কোন বক্‌শিশ কিংবা বিনামূল্যে বা অপর্যাপ্ত মূল্যে কোন বস্তু ১৬৫ ধারায় উল্লিখিত যে কোন সরকারী কর্মচারীকে দানের জন্য প্রলুব্ধ, বাধ্য, জোর বা বশ করা হইলে, সেই ব্যক্তি ১৬১ বা ১৬৫ ধারার অধীনে দন্ডনীয় কোন অপরাধের সহায়তা করেন না বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬৬। কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ :

যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার আচরণ সম্পর্কে আইনের কোন নির্দেশ অমান্য করে কিংবা অনুরূপ অমান্যতার দ্বারা সে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া অনুরূপ নির্দেশ অমান্য করে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদন্ডে, যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৬৭। ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন :

যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন দলিল প্রস্তুত বা অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া উক্ত দলিলটি এইরূপে প্রস্তুত বা অনুবাদ করে যে, সে উহা অশুদ্ধ বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৬৮। **সরকারী কর্মচারী বে-আইনীভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া :**

যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত না হইবার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৬৯। **সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় বা নিলামের দর হাঁকা :**

যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন বিশেষ সম্পত্তি ক্রয় না করা বা উহার জন্য নিলামে দর না হাঁকার জন্য আইনতঃ বাধ্য হইয়া ও তাহার নিজের নামে বা অন্য কাহারও নামে যৌথভাবে বা অন্যদের সহিত অংশে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করে বা উহার জন্য নিলামে দর হাঁকে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়া থাকিলে, উহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

২১৭। **কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ :**

যে ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী হইয়া এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহার নিজেকে কোন পথে পরিচালিত করিতে হইবে সেই সম্পর্কে আইনের কোন নির্দেশ অমান্য করে যে কোন ব্যক্তিকে সে আইনানুগ শাস্তি হইতে বাঁচাইতে বা সে যে শাস্তি পাইবার যোগ্য তাহাকে তাহা হইতে স্বল্পতর শাস্তির অধীন করিবে অথবা যেকোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হইতে বা উক্ত সম্পত্তি আইনতঃ যে ব্যয়ভারের অধীন সেই ব্যয়ভার হইতে বাঁচাইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২১৮। **কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণ :**

যে ব্যক্তি সরকারী কর্মচারী হইয়া এবং অনুরূপ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কোন রেকর্ড বা অন্যবিধ লিপি প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত হইয়া জনগণ

বা কোন ব্যক্তি বিশেষের লোকসান বা ক্ষতিসাধনকল্পে বা অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অথবা কোন ব্যক্তিকে আইনানুগ শাস্তি হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বা বাঁচাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, কিংবা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত হইতে উক্ত সম্পত্তি আইনত অন্যবিধ যে ব্যয়ভারের অধীনে তাহা হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বা বাঁচাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া, উক্ত রেকর্ড বা লিপি এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করে, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যাহার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪০৮। **কেরানী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ :**

যে ব্যক্তি কেরানী বা চাকর হইয়া অথবা কেরানী বা চাকররূপে নিয়োজিত হইয়া এবং অনুরূপ ক্ষমতায় যে কোন প্রকারে কোন সম্পত্তির বা কোন সম্পত্তির উপর কোন প্রকার আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে, সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে।

৪০৯। **সরকারী কর্মচারী বা ব্যাংকার বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ :**

যে ব্যক্তি তাহার সরকারী কর্মচারীজনিত ক্ষমতায় বা একজন ব্যাংকার, বণিক, আড়তদার, দালাল, এটর্নি বা প্রতিভূ হিসাবে তাহার ব্যবসায় ব্যাপদেশে যে কোন প্রকারে কোন সম্পত্তি বা কোন সম্পত্তির উপর আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেন, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে।

৪৭৭-ক। **হিসাবপত্র বিকৃতকরণ :**

যে ব্যক্তি কেরানী, কর্মকর্তা বা চাকর হইয়া অথবা কেরানী, কর্মকর্তা বা চাকরের যোগ্যতায় নিযুক্ত হইয়া বা কাজ করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার নিয়োগকর্তার মালিকানাধীন বা দখলভুক্ত অথবা তাহার নিয়োগকারীর নামে বা পক্ষে তৎকর্তৃক গৃহীত কোন পুস্তক, পত্র, লিপি, মূল্যবান জামানত বা হিসাব বিনষ্ট, পরিবর্তন, অঙ্গহানি বা বিকৃত করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ কোন পুস্তক, পত্র, লিপি, মূল্যবান জামানত বা হিসাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে বা উহা হইতে বা উহাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ

বিবরণ বর্জন বা পরিবর্তন করে, অথবা বর্জন বা পরিবর্তনের সহায়তা করে, সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৫১১। **যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগের শাস্তি :**

যে ব্যক্তি এই বিধি বলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা কারাদন্ডে দন্ডনীয় কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার বা অনুরূপ অপরাধ সংঘটন করিবার উদ্যোগ করে এবং অনুরূপ উদ্যোগে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের অভিমুখে কোন কাজ করে, সেই ব্যক্তি অনুরূপ উদ্যোগের শাস্তির ব্যাপারে এই বিধিতে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকিবার ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে, যাহার মেয়াদ উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের বা কারাদন্ডের অর্ধেক মেয়াদ পর্যন্ত হইতে পারে বা অনুরূপ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫)

(সূত্র : www.bdlaws.gov.bd)

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ফ) "মানিলন্ডারিং" অর্থ-

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর :

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(শ) "সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate Offence)" অর্থ নিম্নে উল্লিখিত অপরাধ, যাহা দেশে বা দেশের বাহিরে সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত কোন অর্থ বা সম্পদ লন্ডারিং করা বা করিবার চেষ্টা করা, যথা :-

(১) দুর্নীতি ও ঘুষ;

(২) মুদ্রা জালকরণ;

(৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;

(৪) চাঁদাবাজি;

(৫) প্রতারণা;

(৬) জালিয়াতি;

(৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;

(৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;

(৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;

(১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখা ও পণবন্দী করা;

(১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;

(১২) নারী ও শিশু পাচার;

(১৩) চোরাকারবার;

(১৪) দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার;

(১৫) চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা;

(১৬) মানব পাচার বা কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা বা করিবার চেষ্টা;

(১৭) যৌতুক;

(১৮) চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ;

(১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ;

(২০) মেধাস্বত্ব লংঘন;

(২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান;

(২২) ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন;

(২৩) পরিবেশগত অপরাধ;

(২৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation);

(২৫) পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহা কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation);

(২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ;

(২৭) ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়; এবং

(২৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোন সম্পৃক্ত অপরাধ;

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) আদালতে কোন অর্থদন্ড বা দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) এই ধারার অধীন কোন সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং-এর কারণে অভিযুক্ত বা দন্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪
(সূত্র : www.bdlaws.gov.bd)

১৯। অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যে কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা।-

(১) দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে, কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা :-

(ক) সাক্ষীর সমন জারী ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন দলিল উদঘাটন এবং উপস্থাপন করা;

(গ) সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) কোন আদালত বা অফিস হইতে পাবলিক রেকর্ড বা উহার অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষা করার জন্য পরোয়ানা জারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) কমিশন, যে কোন ব্যক্তিকে অনুসন্ধান বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত ব্যক্তি তাহার হেফাজতে রক্ষিত উক্ত তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোন কমিশনার বা কমিশন হইতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলে বা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে উহা দন্ডনীয় অপরাধ হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

২৬। **সহায় সম্পত্তির ঘোষণা**

(১) কমিশন কোন তথ্যের ভিত্তিতে এবং উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত পরিচালনার পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়ে যে, কোন ব্যক্তি, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, বৈধ উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন বা মালিকানা অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দায়-দায়িত্বের বিবরণ দাখিলসহ উক্ত আদেশে নির্ধারিত অন্য যে কোন তথ্য দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি -

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আদেশ প্রাপ্তির পর তদনুযায়ী লিখিত বিবৃতি বা তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হন বা এমন কোন লিখিত বিবৃতি বা তথ্য প্রদান করেন যাহা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বলিয়া মনে করিবার যথার্থ কারণ থাকে, অথবা

(খ) কোন বই, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণা পত্র, রিটার্ণ বা উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন দলিল পত্র দাখিল করেন বা এমন কোন বিবৃতি প্রদান করেন যাহা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বলিয়া মনে করিবার যথার্থ কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

২৭। **জ্ঞাত আয়ের উৎস বর্হিভূত সম্পত্তির দখল**

(১) কোন ব্যক্তি তাহার নিজ নামে, বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে, এমন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন বা মালিকানা অর্জন করিয়াছেন, যাহা অসাধু উপায়ে অর্জিত হইয়াছে এবং তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং তিনি উক্তরূপ সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতের নিকট বিচারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং তদুপরি অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্তরূপ সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত যোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের বিচার চলাকালীন যদি প্রমাণিত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ নামে, বা তাহার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তির নামে, তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করিয়াছেন বা অনুরূপ সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত অনুমান করিবে (shall presume) যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধে দোষী, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে উক্ত অনুমান খন্ডন (rebut) করিতে না পারেন; এবং কেবল উক্তরূপ অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত কোন দন্ড অবৈধ হইবে না।

বাঃসঃমুঃ-৫৮৬১ কম(সি-১২)/২০১৫-১৬—২০,০০০ বই, ২০১৬।